ইত্তেফাক

তারিখ 24 JUL 1986
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

JC 012

বিজ্ঞান গবেষণা

কয়েকদিন আগে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে আণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ আনোয়ার হোসেন তাঁহার বক্তব্যে বিজ্ঞানীদের প্রচলিত ধারণায় মূল্যায়ন না করার আহ্বান জানাইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তব্য ছিল দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশ ও জনগণের প্রত্যাশার ভিত্তিতে গবেষণা কর্মসূচী নির্ধারণ করা হউক। তাঁহার এই অভিমত নিঃসন্দেহে বাস্তবসম্মত। বিজ্ঞানমনস্ক জাতির নিকট এ ধরনের একটি প্রস্তাব সানন্দ-গ্রাহ্য। কিন্তু যেখানে বিজ্ঞান অবহেলিত, সঙ্কীর্ণতা আর কূপ-মণ্ডুকতার আচ্ছাদনে যেখানে অগ্রসরমানতা বিপর্যস্ত, সেখানে এ ধরনের প্রস্তাব কতখানি বাস্তব অধিকার লাভ করিবে, উহা ভাবিবার বিষয়। যিনি বিজ্ঞানী তিনি সৃজনশীল ও সৃষ্টিধর্মী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকিবেন। তাঁহাকে যদি কেবলমাত্র একজন কর্মচারী হিসাবে মূল্যায়ন করা হয় তাহা হইলে তাঁহার সৃজনশীলতা বাধাপ্রাপ্ত হইতে বাধ্য। মেধাবী বিজ্ঞানীর সংখ্যা আমাদের দেশেও কম নাই। কিন্তু তাঁহাদের গবেষণার কোন ফল কি পাওয়া যাইতেছে? পাওয়া গেলে উহা কতটা? এই না পাওয়ার বা কম পাওয়ার পিছনে কি কি কারণ কাজ করিতেছে, উহা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে খুঁজিয়া বাহির করা দরকার। কেননা দেখা যায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাংলাদেশেরই সন্তান বিদেশে তাহাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়া চলিয়াছে।

আমাদের দেশে যে জাতীয় বিজ্ঞান নীতি গৃহীত হয় উহার মূল উপাদানসমূহের মধ্যে উল্লেখ্য হইতেছে (ক) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ক্ষেত্রে সকল গবেষণা ও উন্নয়নকর্মের সংগঠন ও সমন্বয়, (খ) জাতীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য সহায়ক সকল অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের ব্যবস্থা করা, (গ) বিশ্ববিদ্যালয়-সহ সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা কার্যক্রমের প্রসার এবং ক্ষমতা ও যোগ্যতার উন্নয়ন সাধন করা, (ঘ) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উন্নতমানের গবেষণার জন্য উন্নত গবেষণা প্রতিষ্ঠান/গবেষণাগার/ উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন করা, (ঙ) সর্বস্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার মানোন্নয়ন, (চ) বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি গবেষণার উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, (ছ) দেশজ প্রযুক্তির উন্নয়নে সমর্থ একটি জাতীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠা এবং বিদেশী প্রযুক্তির উপযোগিতা নির্ধারণ, নির্বাচন, আত্মীকরণ ও অভিযোজন বিষয়ে জাতীয় যোগ্যতা অর্জন, (জ) বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যাবলী ও গবেষণালব্ধ ফলাফল সংগ্রহ এবং বিতরণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা সৃষ্টি, (ঝ) গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যকলাপের কাঠামো প্রণয়নকল্পে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অনুদান নিশ্চিতকরণ।

জাতীয় বিজ্ঞান নীতির এই উপাদানসমূহ যদি যথার্থ গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে যথাশীঘ্রসম্ভব কার্যকর করা যায় তাহা হইলে বাংলাদেশে বিজ্ঞান গবেষণা আশার আলো সৃষ্টি করিতে পারে। এ কারণেই আমরা আজ বিজ্ঞানের বিকাশ সাধনের পাশাপাশি বিজ্ঞানীদের গবেষণাকর্মে নিয়োজিত থাকার উপযোগী পরিবেশ গড়িয়া তুলিবার উপরে জোর দিতে চাই। বিজ্ঞানীকে যদি প্রশাসনিক জটিলতার জালে জড়াইয়া পড়িতে হয় তাহা হইলে তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যাশিত ফল লাভ করা যাইবে কিভাবে? আর নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সুন্দর সুন্দর সম্ভাবনা পেশ করা, উহা গ্রহণ করিয়া ফাইলবদ্ধ করা এবং সময়মত বক্তৃতায় ও সেমিনারে সেই শ্রুতিমধুর নীতিমালা উচ্চারণ করা—দুঃখজনক হইলেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণার দিক দিয়া এই দেশে ইহাই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু উপরোক্ত নীতি ঘোষণার পরেও বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে কি? বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও সৃষ্টি হয় নাই তেমন কোন উদ্যোগ ও প্রেরণা। অথচ কে না জানে যে, গৃহীত নীতি ও কর্মসূচী যতই সুন্দ ও শ্রুতিমধুর হউক না কেন, উহাতে কোন বাস্তব সুফল অর্জিত হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত উহা কার্যে পরিণত না করা হইতেছে। তাই আমরা এদেশের বিজ্ঞানী মহলের কাছ হইতে শুধু সুন্দর সুন্দর সুন্দর কাজও প্রত্যা